সংবাদ

তারিখ ..24 SEP 2013
পৃ: 7 কলাম 2

চাকরির দাবিতে

ইবিতে ভিসি-প্রোভিসির কক্ষে তালা দিয়েছে ছাত্রলীগ

● ট্রেজারার লাঞ্ছিত : হুঁশিয়ারি শিক্ষক সমিতির

প্রতিনিধি, ইবি

কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আবদুল হাকিম সরকার ও প্রোভিসি অধ্যাপক ড. শাহিনুর রহমানের অফিস কক্ষে তালা লাগিয়ে দিয়েছে চাকরি প্রত্যাশী ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। গতকাল বেলা ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ভবনে ভিসি, প্রোভিসির অফিসে তালা লাগিয়ে দেয় তারা। পরে ট্রেজারারসহ প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিস থেকে জোরপূর্বক বের করে দিয়ে তালা লাগিয়ে দেয় চাকরি প্রত্যাশীরা। এ সময় তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. আফজাল হোসেনকে লাঞ্ছিত করে। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানিয়েছে। অন্যথায় কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, গতকাল ছাত্রলীগ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

ছাত্রলীগ : তালা দিয়েছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বেলা ১১টার দিকে ছাত্রলীগ নেতা লেনিন, হিটলার, জাপান, টিটুসহ ২০-২৫ জন চাকরির দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আবদুল হাকিম সরকারের সঙ্গে দেখা করতে যায়। কিন্তু তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে না থাকায় তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ভিসি অফিসে তালা লাগিয়ে দেয়। এ সময় ভিসির পিএস জিল্লুর রহমানকে ভিসি অফিসের পাশে একটি কক্ষের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে তালা লাগিয়ে দেয়। এরপর প্রোভিসি অধ্যাপক ড. শাহিনুর রহমানের অফিসে তালা লাগিয়ে দেয় তারা। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. আফজাল হোসেন এবং প্রশাসন ভবনের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর অফিসে তালা লাগিয়ে প্রশাসন ভবন থেকে বের হয়ে যেতে হুমকি দেয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ভয়ে তড়িঘড়ি করে প্রশাসন ভবন থেকে বের হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, অন্যান্য অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় চাকরি প্রত্যাশীদের হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. আফজাল হোসেন লাঞ্ছিত হয়। তবে লাঞ্ছিত হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে ট্রেজারার অধ্যাপক ড. আফজাল হোসেন বলেন, 'এ রকম কোন ঘটনা ঘটেনি। তারা চাকরির ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা বলতে এলে আমি তাদের ভিসি-প্রোভিসির সঙ্গে তাদের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার আশ্বাস দেই। এদিকে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকেও তালা লাগিয়ে দেয় চাকরি প্রত্যাশীরা। ভাঙচুরের ভয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বহনকারী বাসগুলো ক্যাম্পাসের ৩য় গেট দিয়ে বের হয়ে যায়। আতঙ্কিত এক শিক্ষার্থী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণার জায়গা কিন্তু কিছু ক্ষমতাশীলদের দ্বারা শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এতে সব সময় সাধারণ শিক্ষার্থীদের ভয়ে থাকতে হয়।

বেলা সাড়ে ১২টার দিকে ট্রেজারারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক কমিটিসহ চাকরি প্রত্যাশীরা মিটিং করতে গিয়ে নিজেদের দুই গ্রুপের মধ্যে হাতাহাতি হয়। চাকরি প্রত্যাশী লেনিন ও জাপান সঙ্গে মাসুমের কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তারা মাসুমকে লাথি ঘুষি মারে।

এ ব্যাপারে ছাত্রলীগের আহ্বায়ক শাহীন হোসেন খান বলেন, 'এ ঘটনার সঙ্গে ছাত্রলীগের কেউ জড়িত নয়। চাকরি প্রত্যাশী কিছু বহিরাগত এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

শিক্ষক সমিতির নেতারা প্রশাসনিক কাজে বাধা দেয়ার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দায়েরের দাবি জানান।

ক্যাম্পাসের সার্বিক বিষয় সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর ড. আফজাল হোসেন বলেন, 'ঘটনা ঘটেছে সেটি অনাকাঙ্ক্ষিত। আমি ছাত্রলীগের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে সব অফিসের তালা খুলে দেয়ার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক করে দিয়েছি। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

উল্লেখ্য, আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ সিন্ডিকেটের সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা হয়েছে। ফলে চাকরির দাবিতে আবারও অস্থিতিশীল পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।